দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 06 OCT 2016
পৃষ্ঠা: ৬

নতুন প্রজন্ম গড়ার মূল শক্তি শিক্ষক সমাজ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা

শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার পাশাপাশি তাদের মর্যাদা বাড়াতে শিক্ষকনীতি প্রণয়নের আহ্বান

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। এটাই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আর শিক্ষকরা মূল লক্ষ্য অর্জনের আসল শক্তি।

গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এসব কথা বলেন। ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উপলক্ষে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিক্ষক ড.রেহমান সোবহান, ড. মনজুর আহমেদ, নূরুল আলম ও জয়নাল আবেদিন চৌধুরীকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

শিক্ষক-কর্মচারী জাতীয় ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক কাজী ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, গণ-সাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী প্রমুখ।

নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানের শিক্ষা জ্ঞান এবং দক্ষতা। কিন্তু শুধু শিক্ষার জ্ঞানেই হবে না। নতুন প্রজন্মকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং দেশপ্রেমিক মানুষ করতে হবে। আমাদের শিক্ষকরা যাতে ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য আমরা শিক্ষকদের সহযোগিতা দিতে চাই।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষকদের বেতন ৬৩% বাড়িয়েছে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষকরা সবথেকে মর্যাদার স্থানে আছেন। এসময় তিনি ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে শিক্ষকদের নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করার জন্য বলেন।

ড. আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এদেশে শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্নেহের। দেশের অগ্রগতির মূল প্রাথমিক শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম এই প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এসময় তিনি এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষকদের নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করার জন্য বলেন।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষার সঙ্গে মানবাধিকার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা এই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে শিক্ষকদের তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। শিক্ষামন্ত্রণালয়কে তিনি ইভটিজিং মনিটরিং করার আহ্বান করেন।

রেহমান সোবহান বলেন, আমাদের দেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটা এলিটদের জন্য আর অন্যটা মাতৃভাষায়। এটা বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা। শিক্ষার্থীরা আমাদের সম্পদ। তাদের নষ্ট করা আমাদের উচিত হবে না।

কাজী ফারুক বলেন, শিক্ষকরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা বাহক। তারা সমাজের, দেশের নৈতিকতা শেখান। দেশে শিক্ষকদের মর্যাদার জন্য আইন আছে কিন্তু কাজ নেই। শুধু শিক্ষানীতি করলে হবে না শিক্ষক নীতি করতে হবে। শিক্ষকদের তিনি রোল মডেল হওয়ার জন্য বলেন।

এদিকে সরকারিভাবে দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনের ব্যবস্থা না করায় শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গতকাল বিকালে নয়াপল্টনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সংগঠনের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মহাসচিব মো. জাকির হোসেন, জোট নেতা অধ্যাপক রকিব উদ্দিন, গোলাম হোসেন সোহেল, অধ্যাপক আবদুল হাকিম, নজরুল ইসলাম, সাহাদাৎ হোসেন, সামসুল হক ফারুক, মহসিন কবির, জসিম উদ্দিন মাহমুদ, আজিজুল হক প্রমুখ।

'সভায় জোট নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলে শিক্ষক শিক্ষার মেরুদণ্ড। বিশ্ব শিক্ষক দিবসটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারিভাবে পালিত হলেও বাংলাদেশে দিবসটি পালিত না হওয়ায় শিক্ষক সমাজ ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, ইউনেস্কো ও আইএলও সুপারিশমালায় শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদার কথা বলা হলেও সরকার এই বিষয়ে উদাসীন।